পলিসি ব্রিফ

জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: প্রকল্প বাস্তবায়নে চাই কার্যকর সুশাসন

৪৯

এপ্রিল ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষ দেশগুলোর একটি। জলবায়ু পবিরবর্তনজনিত এই ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যাগের মধ্যে রয়েছে জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি ও কার্যক্রম (নাপা) ২০০৫ প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ (২০০৯); বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯ প্রণয়ন; বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) ২০০৯ গঠন; জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন; এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা তহবিল (বিসিসিআরএফ) ২০১০ গঠন ইত্যাদি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'জলবায়ু অর্থায়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ প্রকাশ করে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন: জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প তথ্য বিশেষত বাজেট ও বাস্তবায়নকৃত স্কিমের নাম প্রকল্প এলাকায় বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে; এবং কিছু এলাকায় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ। এছাড়া বিসিসিটি কর্তৃক প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজটি প্রত্যেকটি প্রকল্পেই সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে গবেষণায় আরও দেখা যায় আইন ও নীতিমালার ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা বিদ্যমান। যেমন: সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে জনঅংশগ্রহণ ও ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ না থাকা। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অংশীজন, যেমন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিসিসিটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা ও জনবলের ঘাটতি, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা যাচাই না করেই প্রস্তাবনা তৈরি;

২. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, মেয়র (জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রশাসক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) ও প্রকৌশলীর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি;

৩. ট্রাস্টি বোর্ড বা কারিগরি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং দলীয় রাজনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদন;

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের পাশাপাশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক বিসিসিটি তহবিলকে গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি অতিরিক্ত অর্থের উৎস হিসেবে বিবেচনা ও ব্যবহারের প্রবণতা;

৫. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু অর্থায়নের সুযোগ গ্রহণের প্রবণতা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকা অর্থাৎ বিসিসিটি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকল্প সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নথি বা তথ্য যেমন - প্রকল্প সংক্রান্ত প্রস্তাবনা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন না থাকা;

২. প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের অসংগতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়ন;

৩. দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সচিব, মেয়র ও প্রকৌশলী কর্তৃক তাদের পরিচিত এমনকি আত্মীয় ও বন্ধুদের এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ঠিকাদার হিসেবে নির্বাচন;

৪. প্রত্যক্ষ উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়ম এবং নির্বাচিত প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের ওপর প্রকল্প প্রস্তাবনা বহির্ভূত ব্যয়ের বোঝা অর্পণ;

৫. দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব তৃতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর এবং কর ও মূসক ফাঁকি দেওয়ার জন্য অননুমোদিত প্রক্রিয়ায় রেয়াত প্রাপ্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নামে কার্য সম্পাদন।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে

১. স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত বা ঝুঁকির সম্মুখীন জনগণকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত না করা এবং অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা না থাকা;

২. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিসিসিটি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হলেও পরবর্তীতে শুধুমাত্র বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণগত তথ্যের ওপর নির্ভর করে বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;

৩. বেশিরভাগ বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে ঘাটতি।

সুপারিশ

এ গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল অনুযায়ী বিসিসিটি অর্থায়নে স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের উপরোক্ত ঘাটতিসমূহ বিবেচনায় টিআইবি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো:

১. বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন: জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উপাদানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই এমন অংশীজন নিয়ে বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করতে হবে।

২. বিসিসিটি তহবিল বৃদ্ধি: জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ প্রাধান্যের বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থায়ন অব্যাহত রাখার জন্য বিসিসিটি তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. স্থানীয় জলবায়ু ঝুঁকি যথাযথভাবে যাচাই করে প্রকল্প অনুমোদন: জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা যথাযথভাবে যাচাই করে তার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিসিসিটিসহ সকল বিশেষায়িত জলবায়ু তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মোকাবিলায় ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি: জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিশেষায়িত (Specialized) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. বিসিসিটি'র ভূমিকা পরিমার্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: শুধু তহবিল বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা নয়, জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের বিশেষায়িত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদারকিতে বিসিসিটি'র ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. নীতিমালা, আইন ও নির্দেশিকা পরিমার্জন: চাহিদা নিরূপণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর সম্পৃক্ততা তৈরি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, ন্যায্য বণ্টন এবং কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থাসমূহ অবশ্য পালনীয় হিসেবে নীতিমালা, আইন ও নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. তথ্যের উন্মুক্ততা: ওয়েবসাইটে প্রকল্প প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন উন্মুক্ত করার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় দরপত্র, প্রকল্প নকশা, বাস্তবায়নকৃত এলাকা, বাজেট, অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য বিলবোর্ড ও নাগরিক সনদের মাধ্যমে উন্মুক্ত করতে হবে।

৮. কার্যকর জবাবদিহিতা ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয়: জবাবদিহিতার মানদন্ড, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করে বিসিসিটি, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষার জন্য উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি সক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় জনবল বাড়াতে হবে। পাশাপাশি তদারকিতে নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh